

লাহড়ী মহাশয়.রে শক্তি

1. ক্রিয়াই সত্য।
2. ক্রিয়া অনুশীলন করা হল বদে অধ্যয়ন। ক্রিয়া হল জাগ্রা [বৈদিকি আচার অনুষ্ঠান]। সকলরে উচতি এই জগৎ পালন করা।
3. সমস্ত দেবতা, দেবতা, এই ক্রিয়াগুলি অনুশীলন করুন। যনিকি ক্রিয়া অনুশীলন করনে তনিকি হলনে দেবতা।
4. একজনকে খুব গুরুত্ব সহকারে এবং আন্তরিকভাবে প্রাণায়াম অনুশীলন করা উচতি।
5. ক্রিয়া অনুশীলন জ্ঞানরে চোখ খুলে দে।
6. ব্রহ্মার জ্ঞান, পরম আত্মা, প্রাণায়াম অনুশীলনরে মাধ্যমে অর্জতি হয়।
7. ক্রিয়া অনুশীলন নখুঁত হল অজ্ঞতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হয়।
8. প্রাণায়াম অনুশীলনরে দ্বারা, অজ্ঞতা দূর হয় এবং আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়।
9. যবে ব্যক্তি এই ভািত দেহে গুরুর উপদেশরে সাহায্যে কুটস্থ [ভুর মধ্যবর্তী আত্মা] দেখতে পায়, না সে একজন অন্ধ।
10. যা একজনকে মন [অস্থিরি নঃশ্বাস] বা মনসা থেকে রক্ষা করে, তাকে মন্ত্র বল; যা দেহরে আসক্তি থেকে রক্ষা করে তাকে তন্ত্র বল।
11. শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস ছাড়ার সীমা অতিক্রমকে কবেলা কুম্ভক বলা হয়।
12. খচোরমিদ্‌রার অনুশীলন ইন্দ্রিয়রে উপর জয় এনে দে।
13. জিহবা উত্থতি হল ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়।
14. যদিকিউ খচোরমিদ্‌রায় স্থিরি অবস্থা লাভ করে, তবে সে সমাধিরি অবস্থা লাভ করে।
15. যার খচোরি সফল সে ভাগ্যবান।
16. OM হল দীপ্তমি, আলো। এই জ্যোতি শরীরে ছড়িয়ে পড়লে সব দেখা যায়; তখন কথা বলার আর দেখার ইচ্ছা থাকে না।
17. বায়ু [শ্বাস] প্রভু।
18. যখন কউে বাদামী চনিকি পরিশোধন করতে থাকে, অবশেষে এটি সাদা হয়ে যায়। একইভাবে ক্রমাগত ক্রিয়া অনুশীলন প্রাণায়ামকে পরিপূর্ণতায় নিয়ে আসে।
19. যদিকিউ সর্বদা শ্বাস নাড়ায় [প্রাণায়ামরে অভ্যাস], শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং শান্ত, স্থিরি হয়ে যায়।
20. স্থিরিত্ব, প্রশান্তি, যাকে বলা হয় যোগ।
21. দিনে অন্তত একবার একটি আসনে বসে যতক্ষণ সম্ভব ক্রিয়া অনুশীলন করুন।
22. যদিকিউ বপিরীত বাতাস দিয়ে দরজায় আঘাত করে তবে তা খুলে যাবে। একে বলা হয় বপিরীত জপম।
[অর্থাৎ, আপনাকে প্রশান্ত করা, নীচরে কেন্দ্রগুলিরি অস্থিরি শ্বাস, এবং পৃষ্ঠীয় কেন্দ্রে তুলে আনা এবং তারপর যদি পরামর্শ অনুসারে কউে আঘাত করে (ঠোকার করে) তবে ভিতররে দরজাটি খুলে যাবে]।
23. ক্রিয়া অভ্যাস করার পর, একজনকে ক্রিয়ার পরবর্তী প্রভাব-ভঙ্গিধরে রাখা উচতি।
24. আপনিকি আপনার ক্রিয়া অনুশীলন অনুযায়ী ফলাফল পাবনে।

25. আপন যদি শরীরে [ক্রিয়া অনুশীলনের সময়] ব্যথা অনুভব করেন, তাহলে বুঝবেন অনুশীলনটি ঠিকঠাক হচ্ছে না।
26. আসল কাজ হল তিনটি স্নায়ু ত্যাগ করে [পঞ্চম উপাদান, ইথারে] শূন্যতায় ধ্যান করা: ইডা, পণ্ডিগলা, সুসুমনা এবং চারটি উপাদান: কৃষ্ণাতি, আপ, তজো ও মরুত যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু।
27. মন যখন শান্ত থাকে, তখন তা অকারণে কামনা করে না। ইচ্ছার বাইরের অবস্থায়, কটে অপ্ৰয়োজনীয় কাজ করে না।
28. যখন একজন প্রশান্ত শ্বাস লাভ করে, তখন তার জন্য একমাত্র কাজটি অবশিষ্ট থাকে তা হল সর্বদা প্রশান্তির অবস্থা ধরে রাখা।
29. শ্বাস প্রশান্ত হল অবস্থা প্রকাশ করা কঠিন, স্থির।
30. যখন নঃশ্বাস দনিরাত শান্ত থাকে, তখন একজন রাম মন্ত্রের আসল অবস্থা বুঝতে পারে।
31. যখন শ্বাস প্রশান্ত হয়, তখন এটিকুম্ভক অবস্থা। যখন কটে নজিকে দেখে, তখন একে বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞান, "ব্রহ্মার জ্ঞান, পরম আত্মা।"
32. শ্বাস নেওয়া বা বের করার দরকার নেই। এটি একটিনেকে সুখী রাষ্ট্র; শান্তি আছে; এই ব্রহ্মা।
33. কটে ব্রহ্মা হয় যখন কটে ইচ্ছাহীন হয়।
- [ক্রিয়ার সাথে লাহড়ী মহাশয়ের ধ্যানমূলক জীবন ছিল 1861 থেকে 1873 পর্যন্ত। নম্নলিখিত তারিখগুলি তার নোটবুকে পাওয়া যায়:]
34. মে 13, 1873 - যা করতে চায়, সে করতে পারে।
35. জুন 29, 1873 - আমি [মরুদন্ডের] ভিতরে কিছুটা প্রবেশ করলাম।
36. জুলাই 16, 1873 - ইন্দ্রিয়গুলি আজ বিরক্ত। আমাকে সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে এবং নজিকে বলীন করতে হবে।
37. ইন্দ্রিয় হল বাধা; প্রয়াণম এবং ওমকার ক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের অতিক্রম করে, আজ আমাকে পুরোপুরি দ্রবীভূত করতে হবে। এই আমার জন্য একমাত্র কাজ।
38. এটা কোন ব্যাপার না, যদি জীবন শারীরিক শরীর থেকে প্রস্থান করে। আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ক্রিয়া অনুশীলন করতে হবে।
39. ক্রিয়া অনুশীলন ঐশ্বরিক সম্পদ নিয়ে আসে, অর্থাৎ স্থিরিত্ব, প্রশান্তি রাজ্য।
40. 13 আগস্ট, 1873 - এখন, সর্বদা কুম্ভক থাকুন। এটি মহাদেবের রূপ, ভগবান শবি; মাথা সবসময় ভারী ছিল, চোখ উপরে ঝুঁকি ছিল; শ্বাস নেওয়ার সময় এই অবস্থা ভেঙে যায় না; সেই সময় নীরবতা খুবই উপকারী।
41. কটে যদি অস্থির মন প্রত্যাহার করে এবং কুটস্থে নজিকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে সমস্ত দেবতা দেখতে পাওয়া যায়।
42. আমি ভিতরের ধ্বনি গাওয়ায় রাধাজী [কৃষ্ণের সহধর্মিণী] দেখেছি।
43. সূর্য হল কালী (দেবী কালী), আমি নিজস্ব কালী। কালীর কথা ভেবে আমি কালী হয়ে যাই। এখন আমি কালীর পতি হব, ব্রহ্মা, পরম আত্মা।
44. সূর্য হল কালী [দেবী কালী], এবং আমি তাই।
45. 13 আগস্ট, 1873 - আজ আমি মহাপুরুষ হয়েছি, "মহাপুরুষ।"
46. 17 আগস্ট, 1873 - আমি মহাপুরুষ। সূর্যে আমি দেখলাম যে আমি নিজস্ব ব্রহ্ম, পরম আত্মা।
47. 18 আগস্ট, 1873 - আমার রূপ থেকে পৃথিবী প্রকাশিত হয়। আমি নিজস্ব

একমাত্র পুরুষ, পরম সত্তা।

48. 18 আগস্ট, 1873 - আমার রূপ থেকে পৃথিবী প্রকাশিত হয়। আমি নিজিই একমাত্র পুরুষ, স্বয়ং; অন্য কটে নই।

49. 22 আগস্ট, 1873 - আমি নিজিই আদি পুরুষ ভগবান, প্রথম ভগবান।

50. 23 আগস্ট, 1873 - যা বলি তাই বদে। এটিনিশ্চিতিভাবে জেনে রাখুন।

51. আমি চারটি বদে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (ভগবান শবি) যোনির ভিতরে [ভ্রুর মাঝখানে] দেখেছি।

52. আমি আলোতে একটি নীল রঙ দেখেছি; নীলে, আমি একটি সাদা দাগ দেখেছি (বিন্দু); এবং হোয়াইট স্পটে, আমি একজন মানুষকে দেখেছি যে নিজেকে একজন হিন্দু, ইংরেজ মানুষ ইত্যাদি হিসাবে প্রকাশ করেছে।

53. আমি হাজার হাজার কৃষ্ণ দেখেছি।

54. আমি বৃহত্তর কৃষ্ণকে দেখেছি।

55. 24 আগস্ট, 1873 - আমি নিজিই ভগবান কৃষ্ণ।

56. 25 আগস্ট, 1873 - আমি নিজিই অক্ষর পুরুষ, চরিত্র সত্তা।

[এখানে উল্লেখ করা যত্নে পারবে যে পরম আত্মার সাথে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায়, অবশ্যকরে চৈতন্যের প্রতিটি ছন্দই হল দেবতার অবস্থা, বা দেবতা যতক্ষণ না সে ব্রহ্মার সাথে একত্বে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায়।]

57. 3 অক্টোবর, 1873 - আমি সূর্য, মহাদেব, প্রথম কারণ।

58. 12 নভেম্বর, 1873 - আমি নিজিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম, "মহান স্বয়ং, পরম সত্তা।"

59. 15 আগস্ট, 1874 - গুরুর সাহায্য ছাড়া অভ্য. পদ, "নির্ভয়. অবস্থা" অর্জন করা সম্ভব নয়। একজনকে অবশ্যই প্রশান্তি গৃহে নিজেকে ধরে রাখতে হবে, যা ব্যতীত, একজন অভ্য. পদ, চূড়ান্ত আত্মার চরিত্র উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না।

60. আমার রূপ সর্বত্র; আমি ছাড়া কটে নই, এবং সেই রূপটি অকার্যকর। সেখানে দিন-রাত নই।

61. তুমি যদি সত্যকারে বিশ্বাস নিয়ে আমাকে আশ্রয়. দাও, তবে আমাকে তোমার কাছে আসতে হবে। দূরে থাকবো কভিভাবে?

62. যনি ক্রিয়া অনুশীলন করেন তার কাছে আমি উপস্থিতি থাকি।

63. আপনি যদি বিপ্লবিত ক্রমে লিখে আয়নায়. দেখেন তবে এটি সোজা দেখায়।

একইভাবে, আপনি যদি দৈনন্দিনে নিঃশ্বাসকে উল্টো করেন, তবে আপনি আপনার নিজের রূপকে দেখতে পাবেন।

64. দ্বৈতবাদ সমস্ত দুঃখের মূল।

65. অস্থিতি হল প্রকাশ, এবং স্থিতিতত্ত্ব, প্রশান্তি হল ভগবান শবি।

66. আপনি নিজিই জানেন না কি আপনাকে ভালো দেবে।

67. যদি প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা ঠোঁট, গলা এবং দাঁতে স্ট্রনে তৈরি হয়, তবে জ্ঞানকে ভক্তি বা ভক্তি বলা হয়।

68. মৃত্যুর সময়. মানুষ যা চিন্তা করে, সে অনুযায়ী সে হয়ে যায়; একইভাবে, আপনি যদি দৈনন্দিনে ত্যাগের সময়. সচ্চিদানন্দ হয়ে যান, তবে আপনি নিজিই হয়ে যাবেন, পরম আত্মা।

69. কবির ক? তিনি সূর্য, এবং তিনি ব্রহ্মা, আমি নিজিই।

[এই নামগুলি তার নোটবুক থেকে পাওয়া যায়।]

70. সত্যযুগে লাহিড়ী মহাশয়. সত্যসুকৃত রূপে জন্মগ্রহণ করেন, ত্রয়োযুগে তিনি

ছিলনে মুনীন্দ্র; দ্বাপরযুগে করুণাময়; এবং কলযুগে তিনি ছিলেনে কবরি। পরে তিনি শ্যামাচরণে পরণিত হন।

71. যদি কটে সর্বদা ভগবানরে ধ্যান করে, তবে তার অন্যান্য সমস্ত কাজ স্বয়ং ভগবান দ্বারা যত্ন নেওয়া হয়।

72. যদি মানুষ দূরে যেতে চায়, তাদরে দূরে যেতে দাও; কিন্তু আপনার অনুশীলনে দৃঢ় থাকা উচিত। তারপর, শেষে, আপনি স্থিরিত্ব, প্রশান্তি বাড়িতে যাবেন।

73. আন্দোলনকে বশি্ব বলা হয়।

74. শরীর, মন, বাক্যকে কাজে লাগানোকে অহিংসা বলে।

75. প্রাণীরা সঙ্গীত দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়; মানুষ যদি ওম ধ্বনি দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, তবে সে একটি গাধা।

76. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে মন আছে, সেটা হল শ্বাস; মনের ওপারে বুদ্ধি আছে, সেটা হল বিন্দু বা দাগ [ভরুর মাঝখানে]; বিন্দুর বাইরে, ব্রহ্মা, পরম আত্মা, শুদ্ধ শূন্য এবং নরিকার।

77. গুরু কৃপা আধ্যাত্মিকি অগ্রগতিতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

[নজিরে সূর্য, অর্থাৎ শব্দ, এখানে মানুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং জ্যোতি, আত্মরে আলো, নারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অন্য কথায়, জ্যোতি নাটকে আগ্রহী হবেন না, বা অন্তর্দৃষ্টির প্রতি আসক্তি তৈরি করবেন না; সর্বোপরি, দৃষ্টিভিঙ্গি গঠন এবং অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি নয়।

[এটি ধ্বনি, ওম বা নাদ, যা অবশ্যেককে বিন্দুর বাইরে যেতে এবং পরম স্বয়ং ব্রহ্মার সাথে একত্বে মিলিত হতে সাহায্য করে]।

78. আমি একটি বিশুদ্ধ শূন্যতা দেখেছি, তা হল ব্রহ্মা, পরম স্বয়ং। এতে মনকে দ্রবীভূত করতে হবে।

79. মন বাহ্যিক করা উচিত নয়.. মন আর চোখ প্রশান্ত হলে শরীর না থাকলে লাভ কী? আজ নিঃশ্বাস বের হয় না, অনেক নশো তৈরি হয়।

80. বিশুদ্ধ শূন্যতায় মশি যাওয়ায় সমাধি বলে।

81. পুরুষোত্তমের বাইরে, পরম সত্তা, ব্রহ্মা আছে, পরম স্বয়ং।

82. নসিকাম না হয়ে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত, ব্রহ্মার মধ্যে মিলিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

[যখন দ্রষ্টা তার দ্রষ্টা চরিত্রকে ধ্বংস করে পরম আত্মার সাথে এক হয়ে যায়, তখন দ্বৈতবাদ বলিপ্ত হয়]।

83. শূন্যতার ভিতরে যে শূন্যতা আছে তাকে মহাশূন্যতা, ব্রহ্ম বলা হয়।

84. সত্যযুগ হল ক্রিয়ার পরবর্তী প্রভাব-পয়সা; ত্রয়োযুগ হল ক্রিয়ার অস্থায়ী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া; দ্বাপরযুগ হল ক্রিয়া অনুশীলন করা; এবং যখন কটে আমি অনুশীলন করে না, তখন এটি তার জন্য কলযুগ।

85. যখন কটে বসুকে অতিক্রম করে, বাসনা করে, তখন সে হয় দেবে, ভগবান; অর্থাৎ তিনি বাসুদেবে বা ভগবান কৃষ্ণ হন।

86. বাসনা, বাসনা, অতিক্রম করা হলে একজন বাসুদেবে হন। তিনিই প্রভু।

87. যে মথিযাবাদী তার কথা রাখতে পারে না সে ভালো মানুষ নয়; তার পতি, অর্থাৎ তার প্রভুও ভালো নেই।

88. রাম-মন্ত্রের সারমর্ম হল জিহ্বাকে তালব্য ক্রিয়ায় স্থাপন করা এবং চালিয়ে যাওয়া

89. এই দেহের ভিতরে আরও একটি দেহ রয়েছে যা কিছুটা কালো।

90. পরম আত্মরে জ্ঞান হল নজিকে নজিরে দ্বারা জানা।

91. কপালরে মাঝখানরে দকি তাকানো, যা নাক এবং ভ্রুর উপরে, একটু কঠনি; যদি কটে এতে স্থিতি থাকে তবে সে সমাধি অবস্থা লাভ করে।
92. ভীষ্ম [কটোর ও পাণ্ডবের পতিমহ], অর্থাৎ ভয়। [ক্রিয়া ভীষ্মের আলোকে মানে ক্রিয়া অনুশীলনের ভয়।] পর্যন্ত, তাঁর মাথায় তিনটি তীর, অর্থাৎ ইডা, পঙ্কিলা এবং সুসুমনা প্রাপ্ত হন [কুটস্থে একত্রিত হন।], কখনও স্থিতি হয় না, শান্ত; একজনকে সাহসের সাথে ক্রিয়া অনুশীলন করা উচিত।
93. কটে পাপী নয়; কটে পবিত্র নয়; মনকে কুটস্থে রাখলে পাপ হয় না। অন্যথায়, মন বাহ্যিক হলে পাপ হয়; অন্য কথায়, মন যখন কুটস্থে থাকে না, তখন তা পাপে।
94. বৃদ্ধ পতি [বাবাজী] হলেন ভগবান কৃষ্ণ।
95. আমসিপ্তরূপি, সাত যোগী (ভৃগু, অত্রি, অঙ্গরি, মারচি, পুলস্ত্য, পুলহা এবং ক্রতু; এবং চারজন মনুষ্য (সনক, সানন্দ, সনাতন এবং সনৎ কুমার) দেখেছেন।
96. ক্রিয়া-পরবর্তী প্রভাবে সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়।
97. অবদ্বি, অজ্ঞতা, মনের বাহ্যিক অবস্থা; বদ্বি, জ্ঞান হল ক্রিয়ার পরবর্তী প্রভাব।
98. যিনি প্রাণায়াম অনুশীলন করেন, তিনি সত্যই সমস্ত প্রাণিকে ভালোবাসেন।
99. ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে, সমস্ত কাজ করা হচ্ছে।
100. পার্থবি সুন্দর জনিসি বশিক্ত। আপন যদি তাদের বাহ্যিকভাবে দেখেন তবে তারা আপনাকে আকর্ষণ করে; কিন্তু আপন যদি তাদের ভিতরের দিকে দেখতে পান, তবে তারা পরিত্যাগ করেছেন। এটাই মায়া, বা অস্থিতি।
101. অন্যদের তাদের খুশি মত যতই দিন, কিন্তু আপন ক্রিয়া অনুশীলন চালিয়ে যান; এটা আপনাকে ভাল রেন্ডার করবে; আপন প্রশান্তি, স্থিতির অবস্থা অর্জন করবেন।
102. যখন ক্রিয়া অনুশীলন হয়টি কেন্দ্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে থাকে তখন কটে সবকিছু বলতে পারে।
103. কটে পাপী নয়; কুটস্থ থেকে বাহ্যিক দূরে সরে গেলে মন নিজের পাপী হয়।
104. নঃশ্বাসের বাইরে প্রশান্ত মুহূর্ত হল আল্লাহ, অর্থাৎ শান্তির ঘর।
105. ব্রহ্মা শুদ্ধ; এটা কিছু থেকে বেরিয়ে আসেনি; অন্য কথায়, ব্রহ্ম সর্বদাই শুদ্ধ এবং ব্রহ্ম আগের কখনো কারো দ্বারা আস্বাদিত হয় না।
[দ্বৈতবাদে অবস্থা থেকে কিছু স্বাদ নেওয়া সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে গেলে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যায়। তাই ব্রহ্মের স্বাদ গ্রহণের কোনো সম্ভাবনা নেই। ফলে ব্রহ্ম চিরি শুদ্ধ থাকেন।]
106. নঃক্রিয়া হবেন না। ক্রিয়া অনুশীলন করুন। ক্রিয়া অনুশীলনের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করবেন না।
107. ক্রিয়া অনুশীলনে আপনার নঃশ্বাস বন্ধ করুন। অবশেষে শ্বাস হবে স্থিতি, প্রশান্ত।
108. প্রথম ক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্ত উপলব্ধি সম্ভব। একজনকে তার গুরুর কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে কঠোরভাবে অনুশীলন করতে হবে।